চেয়ারম্যান এর বাণী

''বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম''

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন " মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। প্রতিটি গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না।" জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫১ লক্ষ। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিস সমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৯,৮০০ মেগাওয়াট, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬০ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৩,৩৭৮ কোটি টাকা। মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৫৬ কি.মি., মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,২৯৯ টি, যার মোট ক্ষমতা ১৭,৪৯০ এমভিএ। বর্তমানে সিস্টেম লস ৮.৫৬%।

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা রয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ২৭/০৪/১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক অক্টোবর'২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪৮১৫.৯৮১ কি.মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ২,৫৯,১২৫ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরসমূহের খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয়মূল্যের হার বেশি হওয়ায় এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশজুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/ অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়নের স্বপ্ন দিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারা দেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি, বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে ভিশন-২০৪১ এর লক্ষমাত্রা অর্জন ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়নে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোহাঃ সেলিম উদ্দিন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

"আমরা বিদ্যুৎ, আমরা নতুন যৌবনের দূত"

সভাপতির প্রতিবেদন

" বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"
মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২৪তম বার্ষিক সদস্য সভার শুভলগ্নে উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সমিতি বোর্ডের পরিচালক মন্ডলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম।

সকল কর্মব্যস্ততা উপেক্ষা করে দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে অত্র সমিতির বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলার জন্য সমিতি বোর্ডের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বিদ্যুৎ আধুনিক সভ্যতা ও উন্নয়নের এক অবিচ্ছেদ্য বাহন। পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সেই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হাজির হয়েছে নিভৃত ঘনকালো আঁধারে বিদ্যুতের আলো ছড়িয়ে দিতে। এই উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হবে যখন এদেশের পল্লীতে গড়ে উঠবে অসংখ্য কুটির শিল্প এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হবে গভীর ও অগভীর নলকূপ, যার ফলে গ্রামীণ মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়বে ও জীবনযাত্রার মান হবে উন্নত।

আপনারা অবগত আছেন যে, সমিতি পিজিসিবি থেকে নগদ মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় করে গ্রাহকদের সরবরাহ করে থাকে। বিদ্যুৎ বিলই সমিতির আয়ের একমাত্র উৎস। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কিছু গ্রাহক নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় সমিতির বিরাট অংকের টাকা অদ্যাবধি বকেয়া পড়ে আছে। নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতিকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদের আহবান জানাচ্ছি। সমিতির গ্রাহক সদস্যগণই সমিতির মালিক, তাই সকলকে উদ্যোগী হয়ে অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের সনাক্ত ও প্রতিহত করারও অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতিমধ্যেই আপনাদের সকলের সহযোগিতায় সিষ্টেম লস অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। যা আরও কমানোর সুযোগ আছে। সমিতির আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য সমিতি ব্যবস্থাপনার বর্তমান উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রম এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির স্বার্থে সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কার্যক্রমে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করার জন্য সমিতির সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। একই সাথে সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও সহযোগীতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসহ সকলের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তথা সরকারের এক দূরদর্শী সিদ্ধান্তে ইতোমধ্যে অত্র সমিতির সকল এলাকা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ব্যবস্থাপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমন্ত্রিত অথিতিবৃন্দ এবং সুধীবৃন্দকে আমার ও মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা সহ সমিতির উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি।

খন্দকার সানোয়ার হোসেন
সভাপতি, সমিতি বোর্ড
মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

"বিদ্যুৎ সাশ্রয় করি, সমৃদ্ধ দেশে গড়ি"

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ খ্রি.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২৪তম বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, এলাকা পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, বাপবিবোর্ড প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, পুলিশ প্রশাসন এবং পবিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি ও সুধীমন্ডলী আসসালামু আলাইকুম। আমি অত্র সমিতির ২০২২-২০২৩ খ্রি. অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র আপনাদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করছি।

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা
০১	বিদ্যুৎ বিক্রয়	১৩৮৮২৪৫৯১৬/=
০২	অন্যান্য পরিচালন আয়	৫৬২৯৫২৮৯/=
০৩	মোট পরিচালন আয়	১৪৪৪৫৪১২০৫/=
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	১০৮৪১৭১৫৯৫/=
০৫	বিতরণ খরচ পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ	১১২৯১৩৫০৯/=
০৬	গ্রাহক হিসাব খাতে খরচ	৯২০৭৫৫৫৮/=
০৭	প্রশাসনিক ও সাধারন খরচ	৮৬২৩২৩৬৮/=
০৮	মোট পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ খরচ (৪ হইতে ৭ পর্যন্ত)	১৩৭৫৩৯৩০৩০/=
০৯	অবচয়	৩২১৫৮২১৪০/=
১০	কর	৫৪১৪৪৬৯/=
১১	দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ	১৩৪৪৯৩২৩৪/=
১২	বিদ্যুৎ সরবরাহের মোট খরচ (৮ হইতে ১১ পর্যন্ত)	১৮৩৬৮৮২৮৭৩/=
১৩	পরিচালন উদ্বৃত্ত (৩-১২)	(৩৯২৩৪১৬৬৮/=)
১৪	অপরিচালন আয় (সুদ)	৩২৮৫১৭৪৯/=
১৫	অপরিচালন আয় (অন্যান্য)	২৮৪৮৭২২/=
১৬	নীট উদ্বৃত্ত (১৩ হইতে ১৫ পর্যন্ত)	(৩৫৬৬৪১১৯৭/=)

"নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতির আর্থিক আঠামো মজবুত করুন"

ব্যালেন্স শীট

অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ইং

ক্রঃনং	সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা	টাকা	ক্রঃনং	দায় ও বিবিধ দেনা	টাকা
০১	মোট বৈদ্যুতিক চালু সম্পত্তি	৫১৫২৪৩৭৩৭১/=	০১	সদস্য ফি ইস্যুকৃত	৪৬৯৮২০৬/=
০২	ক্রমপুঞ্জিত অবচয় সঞ্চিত	২১৬৭৩১৬৬৪৩/=	০২	সদস্য ফি আবেদনকৃত	৫৩৬০০২০/=
০৩	নীট ব্যবহার উপযোগী সম্পত্তি (১-২)	২৯৮৫১২০৭২৮/=	০৩	পরিচালন উদ্বৃত্ত পূর্ববর্তী বৎসর	(১৩৬২৫৯৭৬৭৪)/=
০৪	নির্মাণাধীন সম্পত্তি	৩০৮৮৮১৩১/=	০৪	পরিচালন উদ্বৃত্ত চলতি বৎসর	(৩৯২৩৪১৬৬৮)/=
০৫	মোট উপযোগী সম্পত্তি (৩+৪)	৩০১৬০০৮৮৫৯/=	০৫	পরিচালন উদ্বৃত্ত গভঃ সাবসিডি	৪৪২৪৭৩৬৩/=
০৬	ডনেশন রিজার্ভ ফান্ড	৯৭০৬৪৮৮৮৯/=	০৬	অপরিচালন উদ্বৃত্ত পূর্ববর্তী বৎসর	৩১৭৫৮৫৮১৭/=
০৭	রিপ্লেসমেন্ট রিজার্ভ ফান্ড	২৩২২১১৭৭৯/=	০৭	অপরিচালন উদ্বৃত্ত চলতি বৎসর	৩৫৭০০৪৭২/=
০৮	বিশেষ বিনিয়োগ (অন্যান্য)	৮১১৯১৭৮০৩/=	০৮	দানকৃত মূলধন ও মূলধনী প্রাপ্তি	১৭৪৩৮৫০৭২/=
০৯	মোট বিনিয়োগ (৬+৭+৮ পর্যন্ত)	১২১৪৭৭৮৪৭১/=	০৯	মোট উদ্বৃত্ত ও ইকুইটি (১-৮ পর্যন্ত)	(১১৭২৯৬২৩৯২)/=
১০	নগদ সাধারন তহবিল	২১২২৩৭২৪৬/=	১০	বাপবিবোর্ড ঋণ (নগদ)	৯৫৮৭৫০০/=
১১	খুচরা নগদান তহবিল	১৫০০০০/=	১১	বাপবিবোর্ড ঋণ (সমাপ্ত কার্য)	৩৬৯১৭৭৫০৪২/=
১২	বিশেষ জমা	২০০০/=	১২	বাপবিবোর্ড ঋণ (প্রভিশন)	১৫৪৩১৩৪/=
১৩	হিসাব খাতে প্রাপ্য (বিদ্যুৎ বিক্রয়)	১০১৭৬১৩৯৩/=	১৩	মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (১০+১১+১২ পর্যন্ত)	৩৭০২৯০৫৬৭৬/=
১৪	অনাদয়ী সঞ্চিত	(৪০৯৭৪৮৬৫) /=	১৪	গ্রাহক জামানত	২০৭৭০০০০৪/=
১৫	হিসাব খাতে প্রাপ্য (অন্যান্য)	১৫৩১৫৮৬৬১/=	১৫	কর্মকর্তা/কর্মচারী আর্থিক সুবিধাদি	৬১৬০৫১৮১৬/=
১৬	মালামাল সরবরাহ (বৈদ্যুতিক)	২৪৩৮০৩৫৭৯/=	১৬	অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায় (১৪+১৫)	৮২৩৭৫১৮২০/=
১৭	মালামাল সরবরাহ (হাউজ ওয়্যারিং)	১৩৮৬৩/=	১৭	হিসাব খাতে দেয়	১৪৯৮৪৯৮১৪/=
১৮	অগ্রীম পরিশোধ	২৩২৬৯০/=	১৮	গ্রাহক জামানত (সেচ)	-
১৯	অন্যান্য চলতি প্রাপ্য সম্পত্তি	৪০৪১৯৬৯১/=	১৯	অন্যান্য চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়	৮১২৬৯৫৩৬৯/=
২০	মোট চলতি প্রাপ্য সম্পত্তি (১০-১৯)	৭০৩৮০৪২৫৮/=	২০	মোট চলতিও পরিশোধযোগ্য দায় (১৭+১৮+১৯)	৯৬২৫৪৫১৮৩/=
২১	বিবিধ বিলম্বিত পাওনা	৬০৫৬৬২০৩/=	২১	বিবিধ বিলম্বিত দেনা	৬৭৮৯১৭৫০৪/=
২২	মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য (৫+৯+২০+২১)	৪৯৯৫১৫৭৭৯১/=	২২	মোট দায় ও দেনা (৯+১৩+১৬+২০+২১)	৪৯৯৫১৫৭৭৯১

পরিশেষে ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে স্বার্থক করে তোলার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তব্য শেষ করছি।

শিকদার আলীনূর
কোষাধ্যক্ষ, সমিতি বোর্ড
মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

"কমবিলে অধিক আলো, এনার্জি সেভিং বাল্বই ভালো"

সমিতির কতিপয় তথ্যাবলী (জুন' ২০২২ইং পর্যন্ত)

আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ		: ২৭ এপ্রিল ১৯৯৬ইং
০২।	আয়তন	: ১০২৬ বর্গ কিঃমিঃ
০৩।	উপজেলা	: ০৪টি
০৪।	অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন	: ৩৬টি
০৫।	অন্তর্ভূক্ত গ্রাম	: ৭৪০টি
০৬।	বিদ্যুতায়িত গ্রাম	: ৭৪০ টি
০৭।	এলাকা সংখ্যা	: ০৭টি
০৮।	নির্বাচিত এলাকা পরিচালক	: ০৭ জন
০৯।	মনোনিত পরিচালক	: ০৩ জন
১০।	মহিলা পরিচালক	: ০৩ জন
১১।	মোট উপযোগী সম্পত্তি (জুন'২০২৩)	: ৫১৮.৩৩ কোটি টাকা
১২।	উপকেন্দ্র	: ০৯ টি
১৩।	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা	: ১১০ এমভিএ
১৪।	জোনাল অফিস	: ০৩টি
১৫।	সাব-জোনাল অফিস	: ০০টি
১৬।	অভিযোগ কেন্দ্র	: ১০টি
১৭।	নির্মিত লাইন	: ৪৮০৩.৬৫১ কিঃমিঃ
১৮।	সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা	: ২৫৬২৭৩ জন
	ক) এলটি-এ (আবাসিক)	: ২২৮১৬৮টি
	খ) এলটি-ই (বাণিজ্যিক)	: ১৮৪১৬ টি
	গ) এলটি-ডি-১ (দাতব্য প্রতিষ্ঠান)	: ৩৬২৬ টি
	ঘ) এলটি -বি (সেচ):	
	১) গভীর নলকূপ	: ৪৭টি
	২) অগভীর নলকূপ	: ৪০২৬টি
	৩) এলএলপি	: ৮৭ টি
	ঙ) এলটি-সি-১ (ক্ষুদ্র শিল্প বা জিপি)	: ১৭৩৮টি
	চ) এলটি - ৩ (বৃহৎ শিল্প)	: ২১ টি
	ছ) এমটি -৫ (হাসপাতাল)	: ০৩ টি
জ) এলটি-ডি-২ (রাস্তার বাতি)		: ৭২টি
ঝ) এলটি-টি (অস্থায়ী সংযোগ)		: ১০ টি
ঞ) এলটি-সি-২ (সাময়িক সংযোগ)		: ১৯ টি
ট) এমপিভি (সোলার প্যানেল)		: ৪০টি
১৯।	বকেয়া মাস (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)	: ০.৮২ মাস
২০।	বিল আদায় (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)	: ৯৮.৯৬%
২১।	সিস্টেম লস (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)	: ৯.৪৯%
২২।	ক) প্রতি ইউনিট ক্রয় মূল্য (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)	: ৬.৬২ টাকা
	খ) প্রতি ইউনিট বিক্রয় মূল্য (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)	: ৭.৮৬ টাকা
	গ) প্রতি ইউনিট লস (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)	: (১.২৪) টাকা
২৩।	ক) বিদ্যুতের পিক ডিমান্ড	: ৬৫ মেঃওঃ
	খ) বিদ্যুতের পিক সাপ্লাই	: ৬৫ মেঃওঃ
২৪।	সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী	: ৩৭০ জন

"হয়রানিমুক্ত বিদ্যুতের অঙ্গীকার"

জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"
মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ডের সম্মানিত পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ও সুধীমন্ডলী আসসালামু আলাইকুম। শিশির ভেজা শীতের সকালে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে অত্র সমিতির ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করায় সমিতি ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,
গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে প্রণীত আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে শহর ও গ্রামের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালের ২৭ এপ্রিল মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করে । শুরু থেকে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত সমিতির আওতাভুক্ত ০৪ (চার)টি উপজেলা ৪৮১৫.৯৮১ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও ০৯টি ৩৩/১১কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মানের মাধ্যমে ২,৫৯১২৫ টি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩অর্থ বছরে ৬১ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ এবং ১টি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ করে ১০এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধি পূর্বক ৯০৭২ জন নতুন গ্রাহকের সংযোগ সুবিধা সৃষ্টিসহ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শালিখা, শ্রীপুর,মহম্মদপুর ও মাগুরা সদর উপজেলায় শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,
সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্রাহক অভিযোগ দ্রুত নিরসন, সময়মত মিটার রিডিং গ্রহন করে বিদ্যুৎ বিল গ্রাহক প্রান্তে পৌঁছানো সহ উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সদর দপ্তর ছাড়াও পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় ০৩ টি জোনাল অফিস ও ১০টি অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করে ৩৭০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বর্তমানে ৩৮ টি ব্যাংক শাখা, ৪৩টি এজেন্ট ব্যাংকিং, অফিস ক্যাশ শাখা, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, অন-লাইনে টেলিটক এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ করা হচ্ছে। সকল গ্রাহককে বিদ্যুৎ বিলের হার্ডকপি প্রদান ছাড়াও মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে বিলের পরিমাণ ও পরিশোধের শেষ তারিখ নিশ্চিত করা হচ্ছে। তাই নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে অত্র পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আর্থিক ভিত মজবুত করা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করছি। এছাড়া বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধসহ সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধী,
বিদ্যুতায়িত লাইনের আওতায় নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রত্যাশির আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করার স্বার্থে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা এবং সাথে সাথে আবেদনকারীকে এসএমএস বার্তার মাধ্যমে তার অবস্থান জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। অনলাইনে আবেদন ও ওয়্যারিং রিপোর্ট প্রদান করে এবং ই-ক্যাশ এর মাধ্যমে কনজুমার ডিপোজিট (সিডি) এর টাকা জমা দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করে দুর্নীতি রোধ ও স্বল্প সময়ে সংযোগ গ্রহণে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

সম্মানিত গ্রাহক বৃন্দ
গ্রাম বাংলায় অবস্থিত দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে কর্মদক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা, বেকার সমস্যা দূরীকরণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেচ ব্যতিত শিল্প/বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে দুই খুঁটি লাইন নির্মাণ ব্যয় সরকার কর্তৃক নির্বাহ করা হচ্ছে এবং সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত ট্রান্সফরমার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি তথা বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত কাজে লাগিয়ে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে''আমার গ্রাম আমার শহর'' ও 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' তৈরীতে অবদান রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিশেষে মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি পরিচালনায় বিগত সময়ের মত স্থানীয় প্রশাসন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সর্বোপরি গ্রাহক সদস্যের সহযোগিতা, সমিতি বোর্ড পরিচালক ও সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টায় গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির প্রত্যয় নিয়ে আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

(দেব কুমার মালো)
জেনারেল ম্যানেজার
মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

"দালাল ও দুর্নীতিবাজদের প্রতিরোধ করুন"

গ্রাফচিত্রে সমিতির অগ্রগতির ধারা

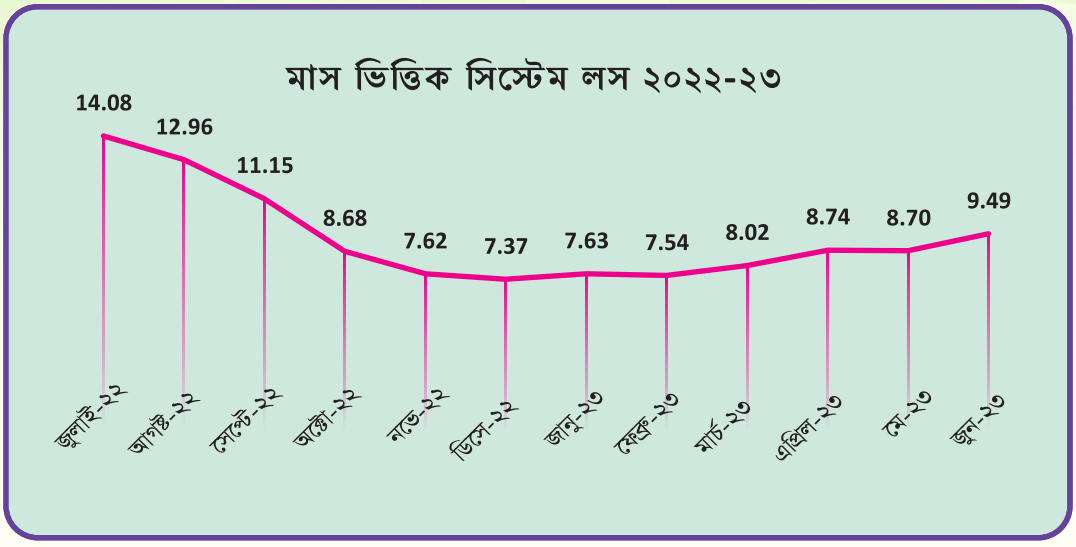

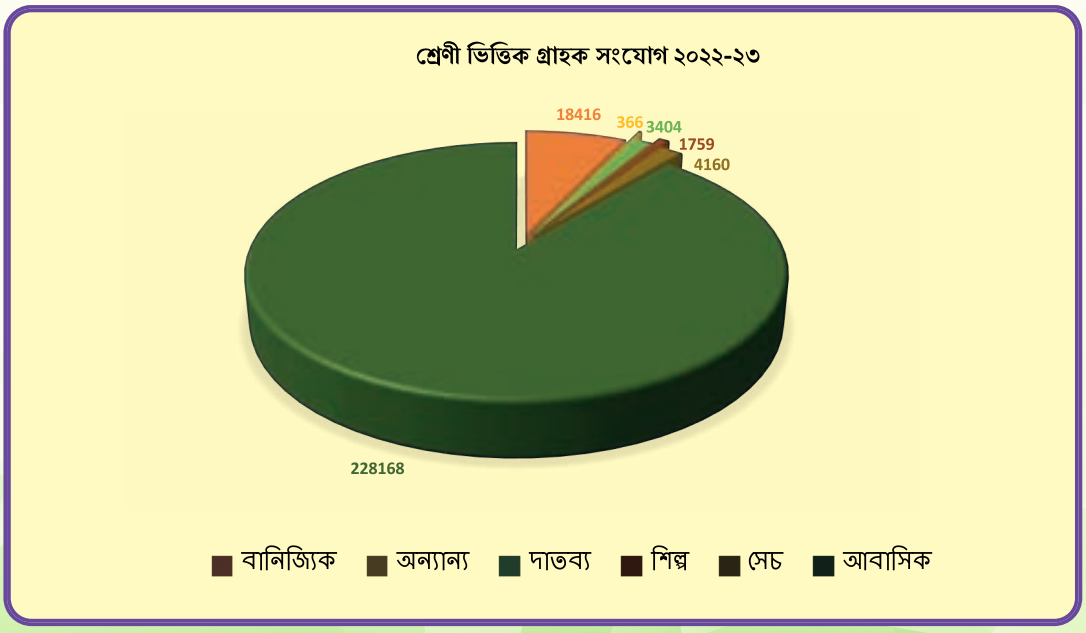

"বন্ধ রাখলে অপ্রয়োজনীয় বাতি, লাভবান হবে দেশ ও জাতি"

গ্রাফচিত্রে সমিতির অগ্রগতির ধারা

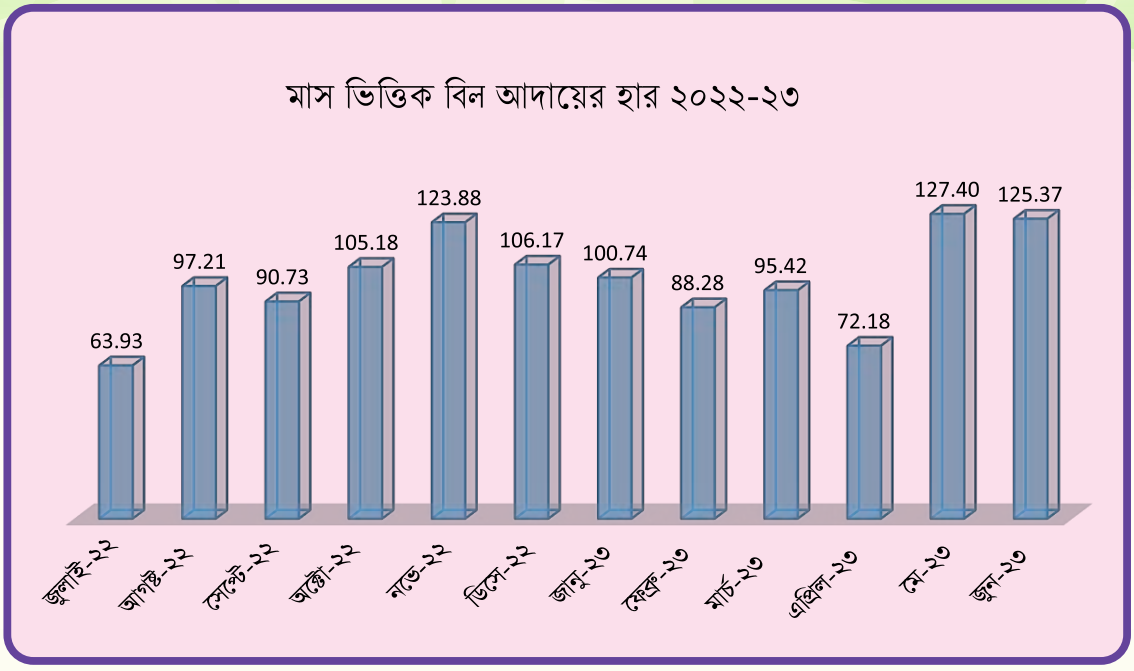

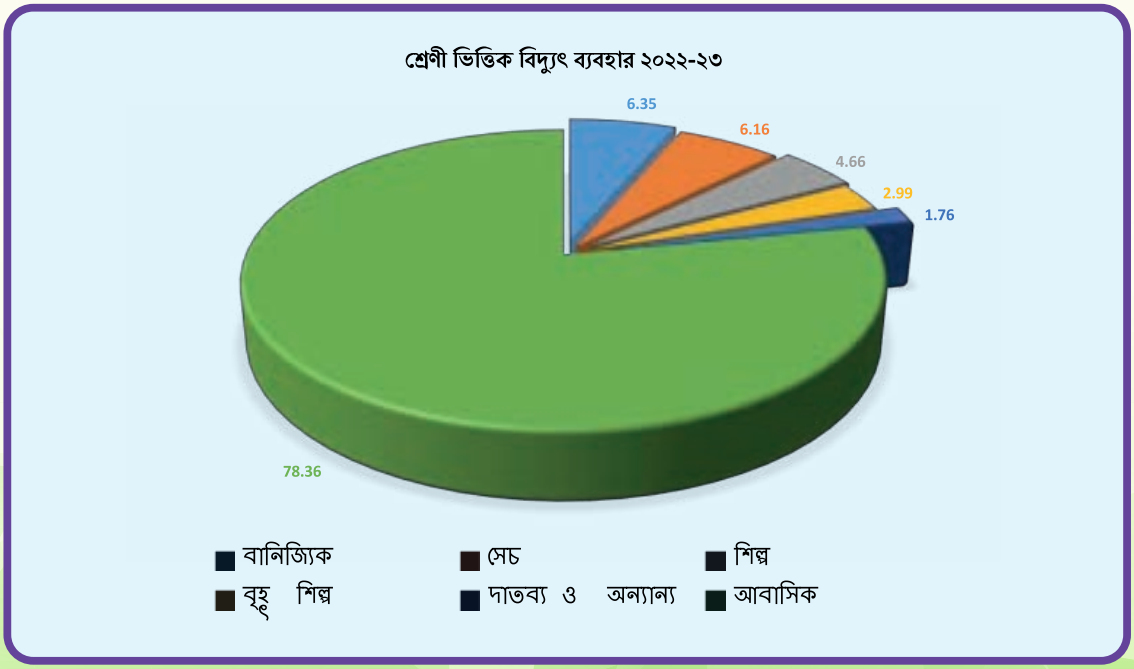

"মনে রাখবেন ঘুষদাতা এবং ঘুষখোর উভয়েই দোযখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।"

সমিতির সচিত্র কার্যক্রম

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাং সেলিম উদ্দিন (অতিরিক্ত সচিব), বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং দেবাশীষ চক্রবর্তী, সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন) মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণ করছেন ।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত অনিষ্পন্ন আপত্তির উপর ত্রি-পক্ষীয় সভায় অংশগ্রহণ করেন জনাব অরুন কুমার মন্ডল, যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১ অধিশাখা), বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৩তম "বার্ষিক সদস্য সভা ২০২২" এ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন সম্মানিত বোর্ড পরিচালকগণ।

নির্বাহী প্রকৌশলী (এস ও ডি), বাপবিবো, ঝিনাইদহ এবং জেনারেল ম্যানেজার এর নেতৃত্বে শালিখা-১ উপকেন্দ্র পরিদর্শন।

"বিদ্যুৎ লাইনের নিচে গাছ রোপন করবেন না।"

গ্রাহক সেবা নির্দেশিকা

নতুন সংযোগের নিয়মাবলীঃ

নতুন সংযোগের জন্য অন-লাইনের ওয়েবসাইটঃ www.pbs.magura.gov.bd মাধ্যমে অথবা সরাসরি মাগুরা পবিস এ আবেদন করা যাবে।
বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সমূহঃ

(১) আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সমূহঃ

০১। জাতীয় পরিচয় পত্র/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ০১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি:
০২। জমির মালিকানা দলিল বা লিজ ডিড বা নামজারীর কাগজ, মূল মালিক না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ:
০৩। পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (একই নামে বা স্থানে আরো সংযোগ নিতে নতুন করে আর কোন ডকুমেন্ট লাগবে না);
০৪। রাজউক/সিডিএ/কেডিএ/আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
০৫। আবাসিক/বানিজ্যিক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বহুতল ভবনের (১০ তলার অধিক) ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপন সনদ;
০৬। আবাসিক/শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য গ্রাহকের লোড ৮০ কিলোওয়াটের অধিক হলে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন লাগবে।
০৭। বাণিজ্যিক এইচটি সংযোগের ক্ষেত্রে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন লাগবে।

(০২) সামাজিক বা বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বা নির্মাণ কাজের জন্য অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সমূহঃ

০১। পাসপোর্ট সাইজের ছবি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির);
০২। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির);
০৩। সামাজিক বা বানিজ্যিক কর্মকান্ডের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র;
০৪। ডেভোলপার কর্তৃক ভবন নির্মাণ করা হলে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রদত্ত পাওয়ার অব এটর্নি।

(০৩) সেচ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সমূহ;

০১। পাসপোর্ট সাইজের ছবি (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির ক্ষেত্রে);
০২। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির);
০৩। সেচ কমিটির অনুমতিপত্র।
০৪। জায়গার মালিকানার কাগজপত্র।

নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে নেট মিটারিং নীতিমালা

নতুন সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নেট মিটারিং স্থাপনের নীতিমালা জারী করা হয়েছে;
ভবনের ছাদে কমপক্ষে ১০০০ বর্গফুট জায়গা থাকলে নেট মিটারিং পদ্ধতিতে রুফটপ সোলার প্যানেল স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রেঃ

০১। আবাসিক গ্রাহক:

ক) সিঙ্গেল ফেজ (Single Phase) সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহক আগ্রহী হলে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে পারবে।
খ) থ্রি ফেজ (Thred Phase) সংযোগের ক্ষেত্রে ১০(দশ) কিলোওয়াট বা তদূর্ধ্ব লোড বরাদ্দপ্রাপ্ত গ্রাহকদের কমপক্ষে ১ (এক) কিলোওয়াট (১০০০ ওয়াট) নেট মিটারিং সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে হবে।

০২। শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহক:

১০ বা তদূর্ধ্ব কিলোওয়াট লোড বরাদ্দপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের অনুমোদিত লোডের ১০% ক্ষমতার সোলার সিস্টেম নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮ (সর্বশেষ সংশোধিত) অনুসরণ করে স্থাপন করতে হবে। তবে অনূর্ধ্ব ১০ কিলোওয়াট লোড বরাদ্দপ্রাপ্ত গ্রাহকগণ আগ্রহী হলে রুফটপ সোলার সিস্টেম বসাতে পারবেন এবং স্থাপিত সিস্টেমের ক্ষমতা ১ কিলোওয়াটের (১০০০ ওয়াট) বেশি হলে নেট মিটারিং নির্দেশিকা অনুসরণে তা করতে হবে।

০৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান;

ক) সিঙ্গেল ফেজ (Single Phase) সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান আগ্রহী হলে সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে পারবে।
খ) থ্রি ফেজ (Thred Phase) সংযোগের ক্ষেত্রে ১০(দশ) কিলোওয়াট বা তদূর্ধ্ব লোড বরাদ্দপ্রাপ্ত গ্রাহকদের কমপক্ষে ১(এক) কিলোওয়াট (১০০০ ওয়াট) নেট মিটারিং সিস্টেম স্থাপন করতে হবে।
০৪। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহকগণ যারা বরাদ্দকৃত লোড বৃদ্ধি করতে চান তাদেরকেও অতিরিক্ত অনুমোদিত লোডের উপর উল্লিখিত হার অনুযায়ী সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে হবে।

"টেলিটক, বিকাশ ও রকেটের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করি, সময় অপচয় রোধ করি"

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদের জ্ঞাতব্য বিষয়

১। বিবিধ চার্জ/ফিঃ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মিটার পর্যন্ত বাউন্ডারি পয়েন্ট বিবেচনায় সেবার বিবরণ এবং বিবিধ চার্জ/ফি নিম্নরুপঃ

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ		গ্রাহক শ্রেণি/প্রযোজ্যতা		চার্জ/ফি টাক
১	নতুন সংযোগের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ (০-৭.৫ কিঃওঃ)	১০০.০০+ভ্যাট
			খ)তিন ফেজ (০-৮০ কিঃওঃ)	৩০০.০০+ভ্যাট
		এমটি এবং এইচটি (৮০কিঃওঃ-৩০ মেঃওঃ)		১০০০.০০+ভ্যাট
		এইচটি (২০ মেঃওঃ ও তদুর্দ্ধে		২০০০.০০+ভ্যাট
২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ (০-৭.৫ কিঃওঃ)	২৫০.০০+ভ্যাট
			খ)তিন ফেজ (০-৮০কিঃওঃ)	৫০০.০০+ভ্যাট
		এমটি		১০০০.০০+ভ্যাট
৩	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ/ বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৬০০.০০
			খ)তিন ফেজ	১৬০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০,০০০.০০
		ইএইচটি		২০,০০০.০০
৪	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ (DC)/ গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ)তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
৫	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ)তিন ফেজ	৪০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		২০০০.০০
		ইএইচটি		৪০০০.০০
৬	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহকের আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	১৫০.০০
			খ)তিন ফেজ	৩০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
৭	গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে ড্রপ আউট ফিউজ কাটআউটসহ ট্রান্সফরমার ভাড়া	১১ কেভি ট্রান্সফরমার, ড্রপআউট ফিউজ কাটআউট সহ ৩০দিন পর্যন্ত		২.০০টাকা/কেভিএ /দিন
		৩০দিনের পর		৪.০০টাকা/কেভিএ/দিন

** বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সকল প্রকার ফি এর সাথে ১৫% ভ্যাট জমা দিতে হবে।

"দূর করতে লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণা, পিক আওয়ারে সেচ-শিল্পে বিদ্যুৎ ব্যবহার করবো না।"

"বিদ্যুৎ লাইনের নিচে গাছ রোপন করবেন না।"

২। **নিরাপত্তা জামানতঃ** নিতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে।

গ্রাহক শ্রেণি		অনুমোদিত লোড সীমা (কিঃওঃ)	জামানতের হার (টাকা/কিঃওঃ)
১	এলটি-এ (আবাসিক) এলটি-বি (সচ)	২ কিঃওঃ পর্যন্ত	৪০০.০০
২	এলটি-এ (আবাসিক) এলটি-বি (সচ)	২ কিঃওঃ এর উর্দ্ধে	৬০০.০০
৩	এলটি-সি-১ ((ক্ষুদ্র শিল্প) এলটি-সি-২ (নির্মাণ) এলটি-ডি-১ (শিক্ষা, ধর্মীয়, দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল) এলটি-ডি-২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারি চার্জিং ষ্টেশন) এলটি-ই (বাণিজ্যিক ও অফিস) এলটি-টি (অস্থায়ী)	সকল	৮০০.০০
৪	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি (৮০ কিঃওঃ এর তদুর্দ্ধে	সকল	১০০০.০০

৩। পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতিতে ক্যাপাসিটর ব্যবহারঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ইন্ডাক্টিভ লোড বেড়ে গেলে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কমে যায়। পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে সার্কিট দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমান বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদ্যুতিক অপচয় বেশী হয়। ইন্ডাক্টিভ লোড তথা সেচ ও শিল্প সংযোগের বৈদ্যুতিক মটরের পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ক্যাপাসিটর ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত করা যায়। এ কারণে সেচ ও শিল্প সংযোগের মটরে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক এবং ক্যাপাসিটর ব্যবহার করিলে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতসহ নিম্ন বর্ণিত সুবিধা পাওয়া যায়।

** সার্কিট দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমান ও ভোল্টেজ ড্রপ কম হয়, ফলে বৈদ্যুতিক মটর বাধাহীন ভাবে কাজ করে।

**মটর অতিরিক্ত গরম হয়না, ফলে মটরের আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পায়। পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়ন করা না হলে অতিরিক্ত গরম হয়ে মটরের উইন্ডিং পুড়ে যায় এবং মটর ও তারে বেশী কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার ফলে মটর, ট্রান্সফরমার এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে যেতে পারে।

** সিস্টেম লস এবং মটরসহ ।অন্যান্য যন্ত্রপাতির বিদ্যুৎ অপচয় হ্রাস পায়, ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকের বিদ্যুতের খরচ ও বিল কম হয়।

** বৃহৎ শিল্প কল-কারখানার ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার লস শতকরা ২ ভাগ কমে যায়, উপকেন্দ্রের যন্ত্রপাতির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, আয়ুস্কাল বেড়ে যায়।

** সর্বোপরি বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকগণকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল প্রদান/জরিমানা পরিশোধের হাত থেকে রক্ষা পায়।

"এসএমএস এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে ডিজিটাল বাংলাদেশে গড়তে সহায়তা করুন"

বিদ্যুৎ আইন- ২০১৮

বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধনের কারণে ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ।

আধুনিক যুগে মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাত্রার জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য। কতিপয় দুষ্কৃতিকারী বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, ধবংস এবং ক্ষতিসাধন করছে। এ পরিস্থিতিতে সমিতির গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য। নিম্নে বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ক্ষতিসাধন এর কারণে বিদ্যুৎ আইন- ২০১৮ অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ প্রদান করা হলো।

বিদ্যুৎ আইনের ধারা	আপরাধের বিবরণ	শাস্তি/জরিমানা
ধারা-৩২(১) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড	কোন ব্যক্তি বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে	৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩২(২) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড	কোন ব্যক্তি শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে	৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫ (লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৩(১) কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের দন্ড	কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন বা ব্যবহার করিলে	৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) (লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৪ বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দন্ড	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে অথবা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে	অনূন্য ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৫ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দন্ড	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন-পোল, টাওয়ারের অংশবিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদি চুরি অপসারণ, বিনষ্ট ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধন করিলে।	অনূন্য ২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অনূন্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৬ চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিবার দন্ড	কোন ব্যক্তি ধারা ৩৫ এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি বা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী চুরি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চুরিকৃত মালামাল নিজ দখলে রাখিলে।	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৮ মিটার, পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দন্ড	কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতীত (ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সহিত মিটার সংযোগ স্থাপন করিলে বা বিচ্ছিন্ন করিলে বা অথবা অন্য কোন স্থাপনার সহিত যোগাযোগ রক্ষার্থে কোন যন্ত্র স্থাপন করিলে; (খ) মিটার হইতে কোন ব্যক্তিকে পার্শ্ব সংযোগ প্রদান করিলে; (গ) মিটারের ক্ষতি সাধন করিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে মিটারের ইনডেক্স পরিবর্তন করিলে অথবা উহাদের যথাযথ রেজিষ্টারে বাঁধার সৃষ্টি করিলে; অথবা (ঘ) লেইসেন্সি কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুতের উচ্চতর হার পদ্ধতির পরিবর্তে নিম্নতম হার পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে বা কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে;	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (১) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড	কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে;	অনূন্য ৭ (সাত) বৎসর এবং অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (২) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড	কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির অনুমতি ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে, অবহেলাবশত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাঁধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে;	অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৪০ অন্যান্য অপারাধের দন্ড	কোন ব্যক্তি যদি এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দন্ডের বিধান উল্লেখ নাই এইরুপ কোন বিধান অথবা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে;	অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

“মানুষের কল্যাণের জন্যই আইন”

সমিতি পরিচালনা বোর্ড পরিচিতি

খন্দকার সানোয়ার হোসেন
সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৬

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
সহ-সভাপতি ও
মনোনিত পরিচালক

আবু রেজা নসরুৎদৌলা পিকুল
সচিব ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৩

শিকদার আলী নূর
কোষাধ্যক্ষ ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০১

বিধান চন্দ্র চক্রবর্তী
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৪

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৫

মো: কামরুল ইসলাম
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৭

উত্তম কুমার অধিকারী
মনোনিত পরিচালক

মোঃ ফারুক হোসেন
মনোনিত পরিচালক

মোছাঃ তাকলিমা খাতুন
মহিলা পরিচালক

মোছাঃ রাশিদা খাতুন
মহিলা পরিচালক

লিপিকা মল্লিক
মহিলা পরিচালক

সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

দেব কুমার মালো
জেনারেল ম্যানেজার

কাজী মুনিরুজ্জামান
নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি)

দিলীপ কুমার বাইন
ডিজিএম (মহম্মদপুর জোঃঅঃ)

মোঃ আলোমগীর হোসেন মুসলেমী
ডিজিএম (আড়পাড়া জোঃঅঃ)

রঞ্জন কুমার ঘোষ
ডিজিএম (সদর দপ্তর-কারিগরি)

মোঃ রাহাত
ডিজিএম (শ্রীপুর জোঃ অঃ) (চঃ দাঃ)

মোঃ মোতালেব হোসেন
সহপ্রকৌশলী (এসওডি)

নিত্যাই দাস
এজিএম (অর্থ)

মোঃ আশিকুজ্জামান
এজিএম (প্রশাসন)

মাসুল রানা
এজিএম (ওএন্ডএম)
মহম্মদপুর জোঃঅঃ

মিথুন কুমার বিশ্বাস
এজিএম (ওএন্ডএম)
আড়পাড়া জোঃঅঃ

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন
এজিএম (ইএন্ডসি)

মোঃ আন্দিচুর রহমান
এজিএম (ওএন্ডএম সদর)

মোঃ রনি ইসলাম
এজিএম (আইটি)

তানভীর আহমেদ
এজিএম (ওএন্ডএম শ্রীপুর) (চঃ দাঃ)

মোঃ শাহাদাৎ হোসেন
এজিএম (এইচ আর) (চঃ দাঃ)

সৈয়দ শরিফুল ইসলাম
আইন উপদেষ্টা

মুকুল কৃষ্ণ বিশ্বাস
রিটেইনার ডাক্তার

ডাঃ আফজাল হোসেন
রিটেইনার ডাক্তার

ডাঃ মোকছেদুল মোমিন
রিটেইনার ডাক্তার

পুলিন বিহারী পাল
রিটেইনার ইঞ্জিনিয়ার

মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

পারনান্দুয়ালী, মাগুরা।

নিম্নে মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্পোরেট মোবাইল নাম্বার দেয়া হলঃ

পদবী	মোবাইল নাম্বার
জেনারেল ম্যানেজার	০১৭৬৯-৪০০০৪৬
ডিজিএম, মহম্মদপুর জোনাল অফিস মহম্মদপুর, মাগুরা পবিস	০১৭৬৯-৪০৭৭৬১
ডিজিএম (সদর দপ্তর-কারীগরি), মাগুরা পবিস	০১৭৬৯-৪০২৩১৪
ডিজিএম, শ্রীপুর জোনাল অফিস, শ্রীপুর, মাগুরা	০১৭০৪-১০৮৮১৪
ডিজিএম, আড়াপাড়া জোনাল অফিস, শালিখা, মাগুরা পবিস	০১৭৬৯-৪০২৭৪৪
এজিএম (সদস্য সেবা), সদর দপ্তর, মাগুরা পবিস	০১৭৬৯-৪০০৫৬৫
এজিএম (পওর), সদর দপ্তর, মাগুরা পবিস	০১৭৬৯-৪০০৫৬৬
এজিএম (অর্থ), সদর দপ্তর, মাগুরা পবিস	০১৭৬৯-৪০০৫৬৭
এজিএম (প্রশাসন),সদর দপ্তর, মাগুরা পবিস	০১৭৬৯-৪০০৫৬৮
এজিএম (পওর), আড়াপাড়া জোনাল অফিস, মাগুরা পবিস	০১৭৬৯-৪০০৫৬৯
এজিএম (পওর), মহম্মদপুর জোনাল অফিস, মাগুরা পবিস	০১৭৬৯-৪০২০১৪
এজিএম(পওর) শ্রীপুর জোনাল অফিস, মাগুরা পবিস	০১৭৬৯-৪০৭১১৯
এজিএম(ইএন্ডসি) সদর দপ্তর, মাগুরা পবিস	০১৭৬৯-৪০৭৭৪৩
এজিএম(আইটি) সদর দপ্তর, মাগুরা পবিস	০১৭০৪-১০৬৬০৮
পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর, সদস্য সচিব, বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি	০১৭৬৯-৪০৪০৭২
জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সদস্য বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি	০১৭০৪-১০৬৩৯১
এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর, সদস্য বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি	০১৭০৪-১০৬৩৯০
হিসাব রক্ষক, সদস্য বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি	০১৭০৪-১০৬৩৮৯

অভিযোগ কেন্দ্রের নাম	মোবাইল নাম্বার
সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪০৪
আলাইপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২১০০
আড়াপাড়া জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০১৪০৫
বুনাগাতী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪১১
সিংড়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪১২
সীমাখালী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭০২৯
শ্রীপুর জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০১৪০৭
লাঙ্গালবাঁধ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪০৮
মহম্মদপুর জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০১৪০৬
রাজাপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪০৯
বিনোদপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪১০
বাবুখালী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২৬৫৫
জগদল অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৪৪৮৪
নাকোল অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪-১০৬৬৬৮